হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ..... ২০

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|

**বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট**
**হাইকোর্ট বিভাগ**
**(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)**

**উপস্থিতঃ**
**বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল**

**ফৌজদারী আপীল নং- ৫৯০/১৯৯৭**

সৈয়দ খায়রুজ্জামান ওরফে মোঃ মন্টু মীর

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

------প্রতিবাদী।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

----রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে।

**শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৩.০৭.২০২৩।**

**বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ**

বিজ্ঞ ৮নং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ও সাবজজ, অর্থঋণ আদালত, খুলনা কর্তৃক এস, টি, সি, মামলা নং- ১৫৯/১৯৯৬-এ বিগত ইংরেজী ১৭.০৩.১৯৯৭ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।

**আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।**

অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট নুরউস সাদিক চৌধুরী বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র আপীল মেমো এবং নথী পর্যালোচনা করা হলো। রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট নুরউস সাদিক চৌধুরী এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

**গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ৮নং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ও সাবজজ, অর্থঋণ আদালত, খুলনা কর্তৃক এস, টি, সি, মামলা নং- ১৫৯/১৯৯৬-এ প্রদত্ত**

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ..... ২০

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | **বিগত ইংরেজী ১৭.০৩.১৯৯৭ তারিখের রায় ও আদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** |

*"ইং- ১৫-১২-৯৫ তারিখে বাদীসহ দারোগা মোঃ আঃ জব্বার, গোয়েন্দা শাখা কে, এম,পি, খুলনা লিখিত ভাবে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, খুলনা থানা, কেএমপি, খুলনা বরাবর এজাহার করিলে উক্ত থানার মামলা নং- ২৩ তাং ১৫-১২-৯৫, ধারা ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ (খ) ধারা মোতাবেক রজু হয়। বাদীর এজাহারের কেস হইতেছে যে, বাদী সংগীয় কনস্টবল ৪৮৪৬ মোঃ ফারুক মৃধা, কনস্টবল ৪৩৩২ মোঃ আলতাফ হোসেন সহ ইং-১৫-১২-৯৫ তারিখে খুলনা থানার অন্তর্গত ফেরীঘাট এ বাসস্ট্যান্ড মোড়ে গোয়েন্দা ডিউটি করা কালীন অনুমান ১৪.৩০ মিনিটের সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আসামী মোঃ মন্টু মীরকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদে জানায় যে তাহার ব্যাগের মধ্যে ভারতীয় মাফলার ও সোয়েটার আছে। তখন বাদী উপস্থিত সাক্ষী ১। আকবর আলী, ও ২। আবুল কালাম এর সামনে উক্ত ব্যাগ তল্লাসী করিয়া ভারতীয় উলের তৈরী ৫৪ খানা মাফলার যাহার মূল্য অনুমান ৫০০০/- টাকা ও ৬ টি ফুলহাতা ভারতীয় উলের সোয়োটের যাহার মূল্য অনুমান ২৪০০/- টাকা প্রাপ্ত হন। উক্ত মালামাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে আসামী কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাইতে সক্ষম হন নাই। সাক্ষীদের মোকাবেলায় উল্লেখিত মালামালের জব্দ তালিকা করিয়া জব্দ তালিকায় সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। উক্ত আসামী ভারত হইতে চোরাই পথে ভারতীয় মালামাল আনিয়া নিজ হেফাজতে রাখিয়া ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(খ) ধারা মোতাবেক অপরাধ করিয়াছেন। অতঃপর অত্র মোকদ্দমা রজু হয়।*

*অতঃপর মামলাটি তদন্ত করিবার ভার দারোগা রমজান আলির উপর ন্যস্ত হয়। তিনি মোকদ্দমাটি তদন্ত করিয়া প্রাথমিকভাবে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাতি হওয়ায় ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ (খ) ধারা মোতাবেক অভিযোগ পত্র দাখিলের প্রার্থনা করিয়া সাক্ষ্যের স্মারকলিপি দাখিল করেন। তিনি বিদেশে যাওয়ার জন্য মনোনিত হওয়ায় অসমাপ্ত তদন্ত সম্পন্ন করিবার জন্য দারোগা মোঃ ইমদাদুল হকে উপর ন্যস্ত করা হয়। দারোগা মোঃ ইমদাদুল হক উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আসামীর বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ (খ) ধারা মোতাবেক খুলনা থানার অভিযোগ পত্র নং- ১০১ তাং ৩১-৫-৯৬ দাখিল করেন।ঃ*

*মোকদ্দমাটি অত্র আদালতে বিচারের জন্য আসিলে আসামীর বিরুদ্ধে*


সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ..... ২০

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ (খ) ধারা মোতাবেক অভিযোগ গঠন করা হয়। উপস্থিত আসামীকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পড়িয়া শুনানো হইলে ও মর্ম অবগত করা হইলে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া বিচার প্রার্থনা করেন।<br><br>অত্র মোকদ্দমায় পি, ডব্লিউ ১ কনস্টবল ৪৩৩২ মোঃ আলতাফ হোসনে, পি, ডব্লিউ ২ সহঃ দারোগা মোঃ ফারুক মৃধা, পি,ডব্লিউ ৩ মোঃ আবুল কালাম, পি, ডব্লিউ ৫ দারোগা মোঃ বজলুর রহমান, পি, ডব্লিউ ৬ সহঃ দারোগা আব্দুল জব্বার ও পি, ডব্লিউ ৭ দারোগা মোঃ ইমদাদুল হক সাক্ষ্য দিয়াছেন। পি, ডব্লিউ ৪ আকবর শেখকে প্রসিকিউশন পক্ষ হইতে টেন্ডার করা হইয়াছে। সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হইলে উপস্থিত আসামীকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান মোতাবেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া বিচার প্রার্থনা করেন।তিনি কোন সাফাই সাক্ষী দিবেন না বলিয়া জানান। তাহার বক্তব্য হইতেছে তাহার নিকট হইতে কথিত মালামাল উদ্ধার হয় নাই। বাদীর অবৈধ প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় অন্যের মাল তাহার নামে জড়িত করিয়া কেস দিয়াছেন।<br><br>মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তির জন্য নিম্নোক্ত বিবেচ্য বিষয়সমূহ গঠন করা হইল।<br><br>**বিবেচ্য বিষয় সমূহ**<br><br>১। ইং ১৫-১২-৯৫ তারিখে আনুমানিক ১৪.৩০ মিনিটের সময় ফেরীঘাট বাসস্টান্ডে আসামী সৈয়দ খায়রুজ্জামান ওরফে মন্টু মীরের নিকট হইতে ব্যাগের মধ্যে থাকা ভারতীয় ৫৪ টি মাফলার ও ৬টি ভারতীয় ফুলহাতা শোয়েটার উদ্ধার হইয়াছে কি?<br><br>২। উক্ত মালামাল আসামী ভারত হইতে আনিয়াছে কি?<br><br>৩। আসামী ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ (খ) ধারা মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন কি?<br><br>৪। আসামী এজাহারে বর্ণিত অপরাধের সহিত জড়িত কি?<br><br>৫। প্রসিকিউশন পক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করিতে পারিয়াছেন কি?<br><br>**আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ**<br><br>জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-১ জব্দ তালিকায় পি, ডব্লিউ ৩ মোঃ আবুল কালামের স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ১/১, এজাহার ফরম প্রদর্শনী-২, এজাহার ফরম পুরনকারী পি,ডব্লিউ ৫ দারোগা মোঃ বজলুর রহমানের স্বাক্ষর প্রদর্শনী২/১, ২/২ ,ও ২/৩ এজাহার প্রদর্শনী-৩। এজাহারকারী পি, ডব্লিউ ৬ সহঃ দারোগা |


সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ..... ২০

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | *আবদুল জব্বারের স্বাক্ষর প্রদর্শনী ৩/১, জব্দ তালিকায় পি, ডব্লিউ ৬ সহঃ দারোগা আবদুল জব্বারের স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/২, খসড়া মানচিত্র প্রদর্শনী-৪, খসড়া মানচিত্রে দারোগা রমজান আলীর স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ৪/১ , সূচী পত্র প্রদর্শনী-৫ ও সূচীপত্রে দারোগা রমজান আলির স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ৫/১ নং হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। ৫৪ পিস মাফলার বস্তু প্রদর্শনী-। সিরিজ ৬ পিস ফুল হাতা সোয়েটার বস্তু প্রদর্শনী-।। সিরিজ ও ২টি ব্যাগ বস্তু প্রদর্শনী-।।। সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।*<br><br>***বিবেচ্য বিষয়:- ১-৫:-*** *আলোচনার সুবিধার জন্য উপরোক্ত বিবেচ্য বিষয় গুলিকে একত্রে গ্রহন করা হইল। পি, ডব্লিউ ১ কনস্টবল ৪৩৩২ মোঃ আলতাফ হোসেন সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি বর্তমানে খুলনা থানায় কর্মরত আছেন। বিগত ইং - ১৫-১২-৯৫ তারিখে গোয়েন্দা শাখা, খুলনায় কর্মরত ছিলেন। উক্ত তারিখে সহ দারোগা আবদুল জব্বার, কনস্টবল ফারুক ও এই সাক্ষী ফেরীঘাট বাসস্টান্ড এলাকায় ডিউটি করা কালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানিতে পারেন যে ১ জন লোকের কাছে ২ টি ব্যাগ আছে ও ব্যাগের মধ্যে ভারতীয় মালামাল আছে। তখন ঐ লোকটিকে তাহারা চ্যালেঞ্জ করেন এবং ব্যাগ খুলিয়া ভারতীয় ৫৪ পিস মাফলার ও ৬ পিস ফুলহাতা উলেন সোয়েটার প্রাপ্ত হন। এই সাক্ষী উক্ত ৫৪ পিস মাফলার যার গায়ে স্টিকার লাগানো আছে সনাক্ত করেন এবং স্টিকারে B.RMalhotra, Angoora, Mufflers. B.R Malhotra- Hosiery Works, Purana Baazr, Ludhiana. Phone 402120 2 34913 - উল্লেখ আছে বলেন। উক্ত ৫৪ পিস মাফলার বস্তু প্রদর্শনী-। নং সিরিজ হিসাবে প্রদর্শিত হয়। এই সাক্ষী ৬ টি ফুলহাতা সোয়েটার সনাক্ত করেন যার গায়ে স্টিকারে J.K. Narang Hosiery Punjab Gvot. উল্লেখ আছে বলেন। উক্ত ফুলহাতা ৬ টি সোয়েটার বস্তু প্রদর্শনী-।। সিরিজ হিসাবে প্রদর্শিত হয়। ঘটনা স্থলে সাক্ষীদের সামনে সহ দারোগা জব্বার জব্দ নামা তৈরী করেন। ইহার পর আসামী ও মালামাল সহ ডি,বি, অফিসে আসেন। এই সাক্ষী উক্ত ২টি ব্যাগ সনাক্ত করিলে বস্তু প্রদর্শনী-।।। সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হয়। সহ দারোগা আবদুল জব্বার বাদী হইয়া কেস করেন। আসামী সৈয়দ খায়রুজ্জামান ওরফে মোঃ মন্টু মীরকে ডকে সনাক্ত করেন।*<br><br>*পি, ডব্লিউ-২ সহঃ দারোগা মোঃ ফারুক মৃধা সাক্ষ্যে বলেন যে তিনি বর্তমানে খুলনা থানায় কর্মরত আছেন। তিনি ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ১৮/১৯ তারিখের ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি ঐ সময় গোয়েন্দা শাখায় সিপাহী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ডাক বাংলা ফেরীঘাটে ৩ টার সময় উক্ত* |


সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ..... ২০

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | *তারিখে একটি বেবী ট্যাক্সী হইতে একজন লোককে চেক করিয়া ৪টি জ্যাকেট ও ১৭টি মাফলার পাওয়া যায় বলেন। উক্ত মালামাল গুলি একটি ব্যাগের মধ্যে ছিল বলেন। আসামীকে তিনি আদালতে সনাক্ত করেন এবং উক্ত মালামাল সনাক্ত করেন।*<br><br>*পি, ডব্লিউ ৩ মোঃ আবুল কালাম সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি ফেরী করিয়া ফল বিক্রয় করেন।তিনি ঘটনার তারিখ জানেন না। তিনি সন্ধ্যার সময় পাওয়ার হাউস মার্কেটে তাহার ভাইয়ের সহিত দেখা করিতে যান। তখন একজন পুলিশ তাহাকে ডাকিয়া লইয়া পুলিশ বক্সে যান। তখন দেখেন দারোগা কি যেন লেখাপড়া করিতেছেন। তখন দারোগা এই সাক্ষীকে ব্যাগের মাল দেখাইয়া বলেন যে উক্ত মাল পাইয়াছেন এবং এই সাক্ষীকে স্বাক্ষর দিতে বলেন। এই সাক্ষী কোর্টে ব্যাগ দেখিয়া বলেন যে এই ধরনের ব্যাগে মাল ছিল। তখন একটি ছেলে সহ ২/৩ জন যুবক ছিলেন। বলেন। কোর্টে যে ছেলে দাড়াইয়া আছে সেই ছেলে কিনা খেয়াল নাই বলেন। উক্ত জব্দ তালিকা ও এই সাক্ষীর স্বাক্ষর যথার্থক্রমে ১, ১/১ নং হিসাবে প্রদর্শিত হয়। বিজ্ঞ এ, পি,পি, এই সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করিয়া জেরা করেন।*<br><br>*পি, ডব্লিউ ৫ দারোগা মোঃ বজলুর রহামন সাক্ষ্যে বলেন যে তিনি বর্তমানে বাগেরহাট জেলায় ডি,বি, অফিসে দারোগা হিসাবে কর্মরত আছে। বিগত ইং- ১৫-১২-৯৫ তারিখে খুলনা থানায় দারোগা হিসাবে কর্মরত ছিলেন। সহঃ দারোগা আবদুল জব্বার খানের লিখিত অভিযোগ, আসামী মন্টু মীর ও উদ্ধারকৃত মালামাল পাইয়া তিনি এজাহার কলাম পুরন করিয়া অত্র মামলা রজু করেন। উক্ত এজাহার ফরম ও এই সাক্ষীর স্বাক্ষর এবং এজাহারে নোট সই এই সাক্ষীর স্বাক্ষর যথাক্রমে ২, ২/১, ২/২ ও ২/৩ হিসাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।*<br><br>*পি, ডব্লিউ ৬ সহঃ দারোগা আবদুল জব্বার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি বর্তমানে খুলনা থানায় সহঃ দারোগা হিসাবে কর্মরত আছেন। বিগত ইং - ১৫-১২-৯৫ তারিখে কে, এম, পি, গোয়েন্দা শাখায় সহ. দারোগা হিসাবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত তারিখে সংগীয় সিপাই আলতাফ হোসনে ও সিপাই ফারুক মৃধাসহ ফেরীঘাট মোড়ে গোয়েন্দা ডিউটি করিতেছিলেন। বেলা ১৪.৩০ মিনিটের সময় আসামী মন্টুকে ২টি সাইড ব্যাগসহ যাইতে দেখিয়া সন্দেহ হইলে তাহাকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং উক্ত সাইড ব্যাগ তল্লাসী করিয়া সাক্ষী আকবর আলি ও আবুল কালামের মোকাবেলায় ৫৪ পিস ভারতীয় মাফলার ও ৬টি ফুলহাতা উলেন সোয়েটার প্রাপ্ত হন। ঘটনাস্থলে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করিয়া সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহন করেন। আসামী ও মালামাল সহ গোয়েন্দা শাখায় হাজির হন। পরবর্তীতে আসামী মন্টু মীরের বিরুদ্ধে খুলনা - থানায় বাদী হইয়া* |


সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ..... ২০

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | *মামলা করেন। এই সাক্ষী উক্ত এজাহার ও তাহার স্বাক্ষর সনাক্ত করিলে উহা ৩, ৩/১ নং হিসাবে প্রদর্শিত হয়। এই সাক্ষী উক্ত ২টি ব্যাগ, ৫৪ পিস মাফলার ও ৬ পিস উলেন সোয়েটার আদালতে সনাক্ত করেন। আসামী মন্টু মীরকে ডকে সনাক্ত করেন। উক্ত জব্দ তালিকায় এই সাক্ষী তাহার স্বাক্ষর সনাক্ত করিলে উহা ১/২ নং হিসাবে প্রদর্শিত হয়।*<br><br>*পি,ডব্লিউ ৭ দারোগা মোঃ এমদাদুল হক সাক্ষ্যে বলেন যে তিনি বর্তমানে সদর পুলিশ ফাড়ি খুলনা থানায় দারোগা হিসাবে কর্মরত আছেন। বিগত ইং- ৫-৫-৯৬ তারিখে তিনি গোয়েন্দা শাখা, খুলনায় দারোগা হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাহার পূর্ববর্তী কর্মকর্তা মোঃ রমজান আলী অত্র মোকদ্দমা তদন্ত করিয়া এম,ই, দাখিল করেন। তিনি জাতিসংঘ মিশনে যাওয়ায় সি,ডি, সহকারী কমিশনার ডিবি, এর নিকট হস্তান্তর করেন। সহকারী কমিশনার অসমাপ্ত তদন্ত সম্পন্ন করিবার জন্য ইং- ৫-৫-৯৬ তারিখে এই সাক্ষীর নিকট কেস ডকেট হাওলা করেন। এই সাক্ষী পুনরায় তদন্ত করেন। পরবর্তী তদন্তকারী কর্মকর্তার সহিত একমত পোষন করিয়া আসামী সৈয়দ খায়রুজ্জামান ওরফে মন্টুর বিরুদ্ধে প্রাথমিক ভাবে অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(খ) ধারা মোতাবেক ইং ১-৫-৯৬ তারিখে অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। খসড়া মানচিত্র ও সুচী পত্র দারোগা মোঃ রমজান আলি অংকন করিয়াছে এবং সাক্ষীর জবানবন্দি ও দারোগা মোঃ রমজান আলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলেন। এই সাক্ষী তাহার হাতে লেখা চেনেন। তাহারা একত্রে চাকুরী করিয়াছেন। উক্ত খসড়া মানচিত্র ও দারোগা মোঃ রমজান আলির স্বাক্ষর সনাক্ত করিলে উহা যথাক্রমে ৪,৪/ ১ হিসাবে এবং উক্ত সূচীপত্র ও দারোগা মোঃ রমজান আলির স্বাক্ষর সনাক্ত করিলে উহা যথাক্রমে ৫, ৫/১ নং হিসাবে প্রদর্শিত হয়। এই সাক্ষী কোর্টে আলামত সনাক্ত করেন। এবং আসামীকে ডকে সানাক্ত করেন।*<br><br>*বাদীর এজাহারের সুনির্দিষ্ট কেস হইতছে যে, বাদী সহ. দারোগা মোঃ আবদুল জব্বার ইং- ১৫-১২-৯৫ তারিখে সংগীয় কনস্টবল ৪৮৪৬ মোঃ ফারুক মৃধা, কনস্টবল ৪৩৩২ মোঃ আলতাফ হোসেন সহ খুলনা থানায় অন্তর্গত ফেরীঘাট বাসস্টান্ড মোড়ে গোয়েন্দা ডিউটি করিতেছিলেন। অনুমান ২.৩০ মিনিটের সময় ফেরীঘাট বাসস্ট্যান্ডে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আসামী সৈয়দ খায়রুজ্জামান ওরফে মন্টু মীরকে চ্যালেঞ্জ করিয়া উপস্থিত সাক্ষী আকবর আলী ও আবুল কালামের সামনে তাহার নিকট থাকা ব্যাগ তল্লাসী করিয়া ভারতীয় উলের তৈরী ৫৪ টি মাফলার ও ৬ টি ফুলহাতা ভারতীয় উলেন সোয়েটার প্রাপ্ত হন। বাদী সাক্ষীদের মোকাবেলায় উক্ত মালামাল জব্দ তালিকা* |


সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ..... ২০

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | *প্রস্তুত করিয়া সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহন করেন। আসামী সৈয়দ খায়রুজ্জামান ওরফে মন্টু মীর উক্ত মালামালের কোন বৈধ কাগজ দেখাইতে সক্ষম হন নাই। তিনি ভারত হইতে চোরাই পথে উক্ত ভারতের মালামাল আনিয়া এবং নিজের হেফাজতে রাখিয়া ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(খ) ধারা মোতাবেক অপরাধ করিয়াছেন। অত্র মোকদ্দমায় বাদীসহ দারোগা আবুল জব্বার পি, ডব্লিউ ৬ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন। অপারেশন পার্টির অপর ২ সদস্য কনস্টবল ৪৮৪৬ বর্তমানে এ, এস,আই, মোঃ ফারুক মৃধা পি, ডব্লিউ ২ হিসাবে ও কনস্টবল ৪৩৩২ মোঃ আলতাফ হোসেন পি, ডব্লিউ ১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন। জব্দ তালিকার সাক্ষী মোঃ আবুল কালাম পি, ডব্লিউ ৩ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন। অপর জব্দ তালিকার সাক্ষী আকবর আলী শেখকে প্রসিকিউশন পক্ষ হইতে টেন্ডার করা হইয়াছে। পি,ডব্লিউ ৬ বাদী সহ দারোগা আবদুল জব্বারের সাক্ষ্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় তিনি ঘটনার তারিখ, ঘটনার সময় ও স্থান সম্পর্কে যে বর্ননা দিয়াছেন তাহা অত্র এজাহারের বর্নিত ঘটনার তারিখ স্থান ও সময় সম্পর্কে পরস্পর সমর্থিত হইয়াছে। অপারেশন পার্টির সদস্য পি, ডব্লিউ ১ কনস্টবল ৪৩৩২ মোঃ আলতাফ হোসেন এর সাক্ষ্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, তিনি ঘটনার তারিখ ইং ১৫-১২-৯৫ এবং ঘটনার স্থল ফেরীঘাট বাসস্টান্ডের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি জবানবন্দিতে ঘটনার সময় উল্লেখ করেন নাই এবং এই মর্মে আসামীপক্ষ হইতে ঘটনার সময় সম্পর্কে কোন জেরা করা হয় নাই। পি, ডব্লিউ ২ সহঃ দারোগা মোঃ ফারুক মৃধার সাক্ষ্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় তিনি ঘটনার তারিখ সঠিক বলিতে পারেন নাই। তিনি ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৮/১৯ তারিখে ঘটনার কথা বলিয়াছেন। তবে তিনি ঘটনা স্থলের কথা এজাহারে বর্নিত মোতাবেক উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ঘটনার সময় ৩ টা উল্লেখ করিয়াছেন। পি, ডব্লিউ ৩ মোঃ আবুল কালামের সাক্ষ্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় তিনি ঘটনার তারিখ ইং- ১৫-১২-৯৫ তাং উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার নিকট হইতে সন্ধ্যার সময় পুলিশ বক্স হইতে জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর নেওয়া হইয়াছে বলিয়াছেন। তিনি সাক্ষ্যে কোর্টে ব্যাগের মাল দেখিয়া ``এই ধরনের ব্যাগের মাল ছিল`` উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি পুলিশ বক্স এ একটি ছেলে ২/৩ জন যুবককে দেখিবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কোর্টের ডকেট দাড়ানো আসামীকে দেখিয়া সেই যুবক কিনা যাহাকে ঘটনার দিন পুলিশ বক্সে দেখিয়া ছিলেন। তাহা বুলিতে পারেন নাই।*<br><br>*অপারেশন পার্টির সদস্য পি,ডব্লিউ ১ কনস্টবল ৪৩৩২ মোঃ আলতাফ হোসেন জব্দকৃত ৫৪টি মাফলার ও ৬টি ফুলহাতা সোয়েটার আদালতে সনাক্ত* |


সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ..... ২০

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | *করিয়াছেন। উক্ত ৫৪টি মাফলারের গায়ে স্টিকার লাগানো আছে এবং স্টিকারে B.R. Malhotra, Angoora, Mufflers, B.R. Malhotra, Hosiery Works, Purana Bazar, Ludhiana. Phone 402120 & 34913 লেখা আছে বলিয়াছেন। একই ভাবে তিনি ৬ টি ফুলহাতা সোয়েটারের গায়ে লাগানো স্টিকারে J.K. Narang Hosiery, Pubjab Govt. উল্লেখ আছেন বলেন। উক্ত মালামালসমূহ ভারতে তৈরী নহে এই মর্মে আসামী পক্ষ হইতে এই সাক্ষীকে কোন সাজেশন রাখা হয় নাই। পি, ডব্লিউ ৬ সহ দারোগা আবদুল জব্বার উক্ত মালামাল আদালতে সনাক্ত করিয়াছেন। এই সাক্ষীকে ও জব্দ তালিকার মালামাল ভারতে তৈরী নহে এই মর্মে কোন জেরা করা হয় নাই এবং সাজেশন হয় নাই। পি, ডব্লিউ ৩ মোঃ আবুল কালাম উক্ত জব্দকৃত মালামাল সনাক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী উক্ত মালামাল ভারতের নহে এই রুপ কোন জেরা করে নাই এবং সাজেশন রাখেন নাই। পি, ডব্লিউ ২ সহ দারোগা মোঃ ফারুক মৃধা জবানবন্দিতে ৪ টি জ্যাকেট ও ১৭টি মাফলার আসামীর নিকট হইতে উদ্ধার হওয়ার কথা বলিয়াছেন। এই সাক্ষীর বক্তব্যে মালামালের সংখ্যায় কিছু তারতম্য দেখা যায়। কিন্তু তিনি আদালতে জব্দ কৃত মালামাল দেখিয়া সনাক্ত করিয়াছেন- সঠিকভাবেই আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী সাজেশন রাখিয়াছেন যে, আসামী সৈয়দ খায়রুজ্জামান ওরফে মন্টু মীরের নিকট হইতে জব্দ কৃত মালামাল উদ্ধার হয় নাই। বাদীর অবৈধ প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় অন্যের মাল আসামীর নামে জড়িত করিয়া কেস দিয়াছেন কিন্তু আসামী পক্ষের ইং ২-৯-৯৬ তারিখে দাখিলী জামিনের দরখাস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় আসামী সৈয়দ খাযরুজ্জামান ওরফে মন্টু মীরকে একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি অভিযোগ পত্রে ৬ নং সাক্ষী সৈয়দ বাবর আলি, প্রোপাইটার বাবর ক্লথ স্টোর, ২ নং ক্লে রোড, বড় বাজার, খুলনা থানা ও জেলা খুলনার দোকান হইতে উক্ত জব্দ কৃত মালামাল ক্রয় করিয়া আসামী নিজের দোকানে লইয়া যাইতে ছিলেন বলা হইয়াছে। আরো বলা হইয়াছে যে, উক্ত উদ্ধাকৃত মালামাল আদৌ ভারতীয় কিনা এবং তাহা নিষিদ্ধ কিনা আসামী জানে না। তিনি সরল বিশ্বাসে উপযুক্ত ক্যাশ মেমোর মাধ্যমে উদ্ধারকৃত মালামাল খরিদ করিয়াছেন। আসামী পক্ষ হইতে ইং- ১৫-১২-৯৫ তারিখ দিয়া একটি ক্যাশ মেমো দাখিল করা হইয়াছে। উহাতে ৫৪ পিস দেশী মাফলার (এ্যাংগোরা) ও ৬ পিস বেশী (এ্যাংগোরা) উল্লেখ আছে। সুতরাং এইটুকই প্রমানিত যে ইং- ১৫-১২-৯৫ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিটের সময় ফেরীঘাট বাসস্টান্ড হইতে আসামী সৈয়দ খায়রুজ্জামান ওরফে মন্টু মীরের নিকট হইতে বাদী সহ দারোগা মোঃ আবদুল জব্বার সংগীয়* |


সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ..... ২০

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | *কনস্টবল ৪৮৪৬ মোঃ ফারুক মৃধা কনস্টবল ৪৩৩২ মোঃ আলতাফ হোসেন সহ উপস্থিত সাক্ষী আবুল কালামের উপস্থিতিতে ২ টি ব্যাগ হইতে ৫৪ পিস মাফলার এবং ৬ পিস উলেন সোয়েটার উদ্ধার হইয়াছিল। এখন দেখা যাক উক্ত ৫৪ পিস মাফলার এবং ৬ পিস উলেন সোয়েটার ভারতের তৈরী কিনা। পি, ডব্লিউ ১ কনস্টবল ৪৩৩২ মোঃ আলতাফ হোসেন- এর সাক্ষ্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় উদ্ধারকৃত ৫৪ পিস মাফলার এর গায়ে স্টিকারের উপরে B.R. Malhotra, Angoora Mufflers, B.R. Malhotra Hosiery, Ludhiana, phone- 402120 &- 34913 এবং ৬টি ফুলহাতা সোয়েটারের স্টিকারে J.K. Narang Hosiery, Punjab Govt. উল্লেখ আছে। B.R. Malhotra Hosiery Works Purana Bazar, Ludhiana and J.K. Narang Hosiery নামে আমাদের এই বাংলাদেশএ কোন কোম্পানী নাই। Purana Bazar Lidhiana রামে কোন স্থান নাই এবং Punjab Govt. নামে কোন সরকার নাই। Punjb Govt. একমাত্র ভারতে একটি রাজ্য সরকার হইতেছে। সুতরাং এই উদ্ধারকৃত ৫৪ পিস মাফলার এবং ৬ পিস ফুলহাতা সোয়েটার যে ভারতের তৈরী এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। আরো দেখা যায় আসামীপক্ষ কোন সাক্ষীকে উদ্ধারকৃত মালামাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে বাংলাদেশের বলিয়া জেরা করেন নাই। অধিকন্তু আসামীর নিকট হইতে কোন মালামাল উদ্ধার হয় নাই মর্মে সাক্ষীদের নিকট সাজেশন রাখিয়াছেন। ইহাতে প্রমানতি হয় যে, যেহেতু উদ্ধারকৃত ৫৪ পিস মাফলার ও ৬ পিস ফুলহাতা সোয়েটার ভারতের তৈরী বলিয়া পরবর্তীতে উক্ত বিষয় হইতে আসামীপক্ষ সরিয়া গিয়া আসামীর নিকট হইতে কোন মালামাল উদ্ধার হয় নাই এই মর্মে সাজেশন রাখিয়াছেন। এক্ষেত্রে আসামী পক্ষ নিজের সর্বনাশ নিজেই করিয়াছেন। এমতাবস্থায় , পি ডব্লিউ ২ সহ দারোগা মোঃ ফারুক মৃধার সাক্ষ্যে সংখ্যার যে তারতম্য আসিয়াছে তাহা মোকদ্দমার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই একইভাবে পি, ডব্লিউ ৩ মোঃ কালামের সাক্ষ্যে ডকে দাড়ানো আসামী ঘটনার তারিখে দেখা যুবক কি না তাহা বলিতে না পারিবার বিষয়টিও এখানে মোকদ্দমার কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই।*<br><br>*পি, ডব্লিউ ৫ দারোগা মোঃ বজলুর রহমানের সাক্ষ্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, তিনি বাদী সহ দারোগা আবদুল জব্বারের লিখিত অভিযোগ, আসামী সৈয়দ খায়রুজ্জামান ওরফে মন্টু মীরের ও উদ্ধারকৃত মালামাল পাইয়া এজাহার ফরম পুরন পূর্বক মালামাল রজু করিয়াছিলেন।*<br><br>*পি, ডব্লিউ ৭ দারোগা মোঃ এমদাদুল হক অত্র মোকদ্দমার তদন্তকারী* |


সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ..... ২০

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | *কর্মকর্তা। তাহার সাক্ষী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, মুল তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন দারোগা মোঃ রমজান আলী। তিনি তদন্ত কাজ শেষ করিয়া এম,ই, দাখিল করিয়াছিলেন। তিনি জাতিসংঘ মিশনে চলিয়া যাওয়ায় অসমাপ্ত তদন্ত সম্পন্ন করিবার ভার এই সাক্ষীর উপর ন্যস্ত হয়। এই সাক্ষী কেস ডকেট গ্রহন করিয়া পুনরায় তদন্ত করিয়াছেন এবং পূর্ববর্তী তদন্তকারী কর্মকর্তার সহিত একমত পোষন করিয়া আসামী সৈয়দ খায়রুজ্জমান ওরফে মন্টু মীরের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করিয়াছেন। এই সাক্ষী ও দারোগা মোঃ রমজান আলী একত্রে চাকুরী করিয়াছেন বিধায় দারোগা মোঃ রমজান আলীর হাতের লেখা চেনেন। তিনি দারোগা মোঃ রমজান আলীর অংকিত খসড়া মানচিত্র ও সূচী পত্র এবং তাহার স্বাক্ষর সনাক্ত করিয়াছেন। যেহেতু এই সাক্ষী পুনরায় তদন্ত করিয়া দারোগা মোঃ রমজান আলীর সহিত একমত পোষন করিয়াছেন এবং আসামী সৈয়দ খাযরুজ্জামান ওরফে মন্টু মীরের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ভাবে অভিযোগ প্রমান পাইয়াছে তাই অভিযোগ পত্র দাখিল করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত খসড়া মানচিত্র, সূচীপত্র এবং এই সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্য্যালোচনা করিয়া এই সাক্ষী সঠিকভাবে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাাখিল করিয়াছেন প্রমানিত হয়।*<br><br>*উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য, ঘটনার পারিপার্শিকতা ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্য্যালোচনা করিয়া উহা প্রমানিত হয় যে, ইং- ১৫-১২-৯৫ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিটের সময় ফেরীঘাট বাস স্টান্ডে আসামী সৈয়দ খায়রুজ্জামান ওরফে মন্টু মীরের নিকট হইতে তাহার ব্যাগের মধ্যে থাকা ভারতীয় ৫৪ পিস মাফলার ও ৬ টি ফুলহাতা উলেন সোয়েটার উদ্ধার হইয়াছিল। উক্ত মালামাল তিনি চোরাচালানের মধ্যে ভারত থেকে বাংলাদেশের ভিতরে আনিয়াছিলেন। তিনি এজাহারে বর্ণিত অপরাদের সহিত সরাসরি জড়িত। প্রসিকিউশন পক্ষ তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এমতাবস্থায়, তিনি ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ (খ) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করায় শাস্তি পাইতে বিবেচিত হইতেছেন। উক্ত আইন অনুযায়ী উপরে অপরাধের সাজার মেয়াদ মৃত্যুদন্ড বা আজীবন কারাদন্ড বা ১৪ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড যাহা ২ বছরের নীচে হইতে না এবং জরিমানায় ও দন্ডনীয় হইবে। আসামী সৈয়দ খায়রুজ্জামন ওরফে মন্টু মীর যে অপরাধ করিয়াছেন তাহাতে দেশের অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলিয়াছে।ফলে তাহাকে উপযুক্ত কারাদন্ডে দন্ডিত করা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি একজন যুবক হইতেছেন। এখন ও সংশোধন হওয়ার মত সময় তাহার আছে। সেই বিবেচনায় তাহাকে লঘু দন্ডে দন্ডীত করা যাইতে পারে। উপরোক্ত আলোচনা মোতাবেক বিবেচ্য বিষয় গুলি প্রসিকিউশনের পক্ষে নিষ্পত্তি হয়।* |


সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ..... ২০

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | *অতএব,*<br>*হুকুম হয় যে,*<br>*আসামী (১) সৈয়দ খায়রুজ্জামান ওরফে মন্টু মীরকে ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ (খ) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া ২ (দুই) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ (এক) মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল।*<br>*জব্দকৃত মালামাল সরকার বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হউক।*<br>*আমার কথিত মতে লিখিত ও সংশোধিত।*<br>*স্বা/- এ, এফ, এম, আমিনুল ইসলাম*<br>*১৭.০৩.৯৭*<br>*৮নং বিশেষ ট্রইব্যুনাল ও সাবজজ অর্থঋণ আদালত, খুলনা।*<br>*স্বা/- এ, এফ, এম, আমিনুল ইসলাম*<br>*১৭.০৩.৯৭*<br>*৮নং বিশেষ ট্রইব্যুনাল ও সাবজজ অর্থঋণ আদালত, খুলনা।*<br>***অত্র মোকদ্দমায় এজাহারকারী পক্ষের অভিযোগ হলো আসামী বৈধ কাগজ ব্যতীত ভারতীয় ৫৪ পিস মাফলার ও ০৬ পিস ফুলহাতা উলেন সোয়েটার তার দখলে রেখেছেন।***<br>***প্রসিকিউশন পক্ষ ০৭ জন সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন। প্রসিকিউশন পক্ষের ১নং সাক্ষী কং মোঃ আলতাফ হোসেন তার জবানবন্দীতে বলেন যে, ঘটনাস্থলে সাক্ষীদের সামনে সহদারোগা জব্বার জব্দনামা তৈরী করেন। এরপর আসামী ও মালামালসহ ডিবি অফিসে আসেন। পি, ডাব্লিউ- ২ দারোগা মোঃ ফারুক তার জবানবন্দিতে বলেন যে, একটি বেবিট্যাক্সি হতে একজন লোককে চেক করে ৪টি জ্যাকেট ও ১৭টি মাফলার পাওয়া যায়। পি, ডাব্লিউ-৬ সহদারোগা আব্দুল জব্বার তার জবানবন্দিতে বলেন যে, আসামী মন্টুকে ০২টি সাইড ব্যাগসহ যেতে দেখে সন্দেহ হলে সাইট ব্যাগ তল্লাশী করে আকবর আলী ও আবুল কালামের মোকাবেলায় ৫৪ পিস মাফলার ও ০৬টি উলেন সোয়েটার প্রাপ্ত হন। পি, ডাব্লিউ-১ বলেন নাই আসামীকে কোথায় কিভাবে আটক করেন। পি, ডাব্লিউ-২ বলেন বেবিট্যাক্সি হতে আসামীকে চেক করে তর্কিত মালামাল জব্দ করেন। পি, ডাব্লিউ- ৬ বলেছেন আসামী মন্টুকে দুইটি সাইড ব্যাগসহ যেতে দেখে ব্যাগ তল্লাশী করেন। অর্থাৎ এই ০৩ জন চাক্ষুস সাক্ষী আসামীকে কোথা হতে কিভাবে আটক করেন তৎসম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেছেন প্রতীয়মান।*** |

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ..... ২০

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | *অপরদিকে, পি, ডাব্লিউ- ৩ মোঃ আবুল কালাম তার জবানবন্দিতে বলেন নাই যে, তার সম্মুখে দারোগা আব্দুল জব্বার (পি, ডাব্লিউ-৬) আসামীর ব্যাগ তল্লাশী করে তর্কিত মালামাল জব্দ করেন। পি, ডাব্লিউ-৫ মামলা রুজু করেন এবং পি, ডাব্লিউ- ৭ তদন্তকারী কর্মকর্তা। প্রসিকিউশন পক্ষের সকল সাক্ষ্য পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, প্রসিকিউশন পক্ষ অত্র আসামী-আপীলকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। এজাহারকারী অত্র আপীলকারীকে হয়রানী করার হীনমানষে অত্র মিথ্যা মোকদ্দমাটি দায়ের করেছে। রাষ্ট্র পক্ষ আপীলকারীর বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(খ) ধারার অভিযোগ প্রমাণ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বিজ্ঞ বিচারিক আদালত সঠিকভাবে দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনা ব্যতিরেকে রায় প্রদান করেছেন যা হস্তক্ষেপ যোগ্য। অত্র আপীলটি মঞ্জুরযোগ্য।*<br><br>**অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী আপীলটি মঞ্জুর করা হলো।**<br><br>বিজ্ঞ ৮নং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ও সাবজজ, অর্থঋণ আদালত, খুলনা কর্তৃক এস, টি, সি, মামলা নং- ১৫৯/১৯৯৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৭.০৩.১৯৯৭ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। আসামী-আপীলকারীকে উক্ত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি তথা খালাস দেওয়া হলো।<br><br>অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক।<br><br>(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল) |

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।